ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫

(২০১৫ সনের ৫ নং আইন)

ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে উহার অপব্যবহার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ফরমালিন জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর একটি রাসায়নিক পদার্থ; এবং

যেহেতু খাদ্য দ্রব্যের সংরক্ষণ, পচনরোধ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অননুমোদিত, মাত্রাতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ফরমালিন ব্যবহার অনিরাময়যোগ্য রোগ ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছে; এবং

যেহেতু ফরমালিনের উক্তরূপ ব্যবহারের ফলে সামগ্রিকভাবে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হইতেছে; এবং

যেহেতু ফরমালিনের উক্তরূপ অপব্যবহার রোধ করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকর পদার্থ হিসাবে উহার অপব্যবহার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

* এস, আর, ও নং ৭৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০৭ এপ্রিল, ২০১৫ ইং দ্বারা ২২ চৈত্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৫ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য অপরাধ;

(২) "ফরমালিন" অর্থ ফরমালিন, ফরমালডিহাইড, প্যারাফরমালডিহাইড ও উহার যে কোন মাত্রার দ্রবণ, এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমালিন উৎপন্নকারী অন্য কোন পদার্থ;

(৩) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৪) "ব্যক্তি" অর্থে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশিদারি কারবার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "লাইসেন্স" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(৬) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৫(১) এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষ;

(৭) "স্থান" অর্থে যে কোন বাড়ী-ঘর, স্থাপনা, যানবাহন, স্থিতাবস্থায় বা চলমান যেভাবেই থাকুক না কেন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, স্থল বন্দর, নদী বন্দর, ডাকঘর বা বহিরাগমন চেকপোস্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
লাইসেন্স, ইত্যাদি

ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাইসেন্সের অপরিহার্যতা

৪। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতীত ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবেন না।

লাইসেন্স, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি

৫। (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইবে,-

(ক) ফরমালিন আমদানি ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার;

(খ) ফরমালিনের পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রদান ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিষয়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রম বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে।

(৩) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্স পাইবার বা নবায়নের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি লাইসেন্সের কোন শর্ত বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন শর্ত ভঙ্গ করেন এবং তজ্জন্য তাহার উক্ত লাইসেন্স বাতিল হইয়া থাকে।

(৪) কোন ব্যক্তি তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে বা এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া, তাহার লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে,-

(ক) আদেশটি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইলে উহা সরকারের পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন দাখিল;

(খ) আদেশটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে সরকারের নিকট আপিল, করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে, এবং উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) কোন লাইসেন্সী কর্তৃক লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণসহ লাইসেন্সটি সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে।

হিসাব বহি, রেজিস্টার, ইত্যাদি সংরক্ষণ ও মাসিক প্রতিবেদন দাখিল

৬। (১) প্রত্যেক লাইসেন্সী ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার ও দখলে রাখা সংক্রান্ত হিসাব, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংরক্ষণ করিবেন, এবং তদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সী উপ-ধারা (১) এর অধীন সংরক্ষিত হিসাব লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাকে, তাৎক্ষণিকভাবে, দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।

প্রবেশ, ইত্যাদি ক্ষমতা

৭। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা উহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, এই আইন এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে,-

(ক) ফরমালিন প্রস্তুত বা গুদামজাত করা হইয়াছে বা হইতেছে এইরূপ যে কোন স্থানে যে কোন সময় প্রবেশ ও উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) ফরমালিন ক্রয় ও বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দোকানে উহা খোলা রাখিবার সাধারণ সময়ে প্রবেশ ও উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত স্থান বা দোকানে-

(অ) রক্ষিত হিসাব বই, রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(আ) প্রাপ্ত ফরমালিন এবং ফরমালিন জাতীয় পদার্থ প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও উপাদান পরীক্ষা, ওজন ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন; এবং

(ই) রক্ষিত হিসাব বই, রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র, ব্যবহৃত পরিমাপ যন্ত্র বা পরীক্ষা যন্ত্র পরীক্ষান্তে ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেলে বা প্রাপ্ত ফরমালিন এবং ফরমালিন জাতীয় পদার্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অধিক পাওয়া গেলে উহা আটক করিতে পারিবেন।

ফরমালিন বিক্রয়ের দোকান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা

৮। (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন ফরমালিন বিক্রয়ের দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ফরমালিন পরিবহনকারী কোন যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি, অনধিক ১৫ (পনের) দিনের জন্য, উক্ত দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা যান চলাচল বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ লিখিত হইতে হইবে, এবং উহাতে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটি, ইত্যাদি

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটি, ইত্যাদি

৯।(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় ও উপজেলায় ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটি নামে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে।

(২) জেলা ও উপজেলা ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সভা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
তদন্ত, তল্লাশী, আটক, বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদি

তদন্তের ক্ষমতা

১০। (১) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, জেলা প্রশাসক বা তাহার অধস্তন কোন কর্মকর্তা বা কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

পরোয়ানা জারী, ইত্যাদির ক্ষমতা

১১। (১) এই আইনের অধীন সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,-

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন, বা

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল-দস্তাবেজ বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে,

তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা উক্ত স্থানে যে কোন সময় তল্লাশীর জন্য পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত কোন পরোয়ানা যে থানায় পাঠানো হইবে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা কার্যকর করিবেন।

পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশী, ইত্যাদির ক্ষমতা

১২। (১) সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা পুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন স্থানে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি যে কোন সময়-

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাধা অপসারণের জন্য দরজা-জানালা ভাঙ্গাসহ যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত স্থান তল্লাশীকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য ফরমালিন বা অন্যান্য দ্রব্যাদি, এই আইনের অধীন আটক বা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু, এবং অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোন দলিল-দস্তাবেজ বা জিনিসপত্র আটক করিতে পারিবেন;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করিতে পারিবেন;

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী পরিচালনা না করিলে অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত কোন বস্তু নষ্ট বা লুপ্ত হইবার বা অপরাধী পালাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ধারা ১০ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ থাকিলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশী করিতে পারিবেন।